بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ মার্চ, ২০২১ মোতাবেক ২৬ আমান, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (সূরা আল্ জুমুআ: ৩)

অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল আবির্ভূত করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তাদেরকে পবিত্র করে আর তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়, যদিও ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল।

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (সূরা আল্ জুমুআ: ৪)

আর তাদের মধ্য হতে অন্যদের প্রতিও তাকে আবির্ভূত করেছেন যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

দু'তিন দিন পূর্বে ২৩শে মার্চের দিন গত হয়েছে। এদিন জামা'তের ভিত্তি রচিত হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আত গ্রহণ (আরম্ভ) করেন; এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীয়া জামা'তে এই দিবসটি স্মরণীয়। কাজেই, প্রতিবছর এ দিনটি আমাদেরকে এই বিষয়টি স্মরণ করানোর একটি উপলক্ষ্য হওয়া উচিত যে, কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো, ধর্মের সংস্কার করা এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা পৃথিবীতে পুনর্বাসন করা। আমরা যারা তাঁর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করি, আমাদেরকেও এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে এতে অংশীদার হতে হবে, খোদা তা'লার সাথে বিভ্রান্ত মানবতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি বান্দাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। একথা স্পষ্ট যে, এর জন্য সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের আত্মসংশোধন করতে হবে।

যাহোক, এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যাতে তাঁর আগমনের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য এবং ইতিপূর্বে কুরআনে উল্লিখিত ও মহানবী (সা.)-কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে- তার উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে তাঁর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া জামা'তের সদস্যদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্পর্কেও উল্লেখ করব যা তিনি (আ.) বলে গেছেন, যে পবিত্র পরিবর্তন সাহাবীদের জীবনে এসেছিল। এছাড়া তিনি (আ.) সেসব দুঃখ-কষ্টের কথাও উল্লেখ করেছেন, যা সাহাবীদের ভোগ করতে হয়েছে আর বর্তমানে জামা'তের সদস্যরাও এর সম্মুখীন। অতএব, আমাদের সর্বদা এই বিষয়গুলোকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, যেন আমরা জামা'ত হিসাবে অধঃপতিত হওয়ার পরিবর্তে উন্নতি করতে সক্ষম হই।

তিনি (আ.) তাঁর আবির্ভাব ও সত্যতা সম্পর্কে খোদা তা'লাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা প্রদান করেছেন, যা নিশ্চিতরূপে আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে। আমরা যদি এ বিষয়গুলো চর্চা করতে থাকি এবং সর্বদা সামনে রাখি তাহলে নিশ্চয়ই এগুলো আমাদের ঈমানে উন্নতির

কারণ হতে থাকবে আর আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকবে।

যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, সে অনুসারে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, যেগুলো (আমাদের) নিজেদের জন্যও (গুরুত্বপূর্ণ) আর অন্যদের জন্যও, যাদের তিনি সত্যের বাণী পৌঁছাচ্ছেন এবং যা তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার বিষয়টিকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করছে। আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি, এর ব্যাখ্যায় এক স্থানে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

এই আয়াতের সারকথা হলো, আল্লাহ্ তা'লা হলেন সেই খোদা যিনি (স্বীয়) রসূলকে এমন সময়ে প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হতে রিক্তহস্ত হয়ে গিয়েছিল আর প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানবজীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং মানব প্রকৃতি জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে, তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আর মানুষ ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং তাঁর সীরাতে মুস্তাকিম তথা সোজাসরল পথ থেকে তারা যোজন যোজন দূরে ছিটকে পড়েছিল। ফলে, এমন সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উম্মী (নিরক্ষর) রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর সেই রসূল তাদের অন্তরাত্মাকে পবিত্র করেছেন এবং কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাদের পরিপূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ নিদর্শন এবং মো'জেযার মাধ্যমে তাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাসের পরম মার্গে উপনীত করেছেন আর খোদা দর্শনের জ্যোতিতে তাদের হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করেছেন। এরপর তিনি বলেন, আরেকটি জামা'ত আছে যা শেষযুগে আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও প্রথমে অমানিশা ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকবে এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর দৃঢ়বিশ্বাস থেকে যোজন যোজন দূরে থাকবে। তখন খোদা তা'লা তাদেরকেও সাহাবীদের রঙে রঙীন করবেন। অর্থাৎ সাহাবীরা যা কিছু দেখেছেন, তা তাদেরকেও দেখানো হবে। এমনকি তাদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসও সাহাবীদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের রূপ পরিগ্রহ করবে।

অতএব এই হলো সেই দৃঢ়বিশ্বাস যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর তাঁর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের লাভ হওয়া উচিত। আমাদের ঈমানী অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এবং ইসলামের সত্যতার প্রতি আমাদের সেরূপই ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাস থাকা উচিত যেরূপ (ঈমান ও বিশ্বাস) সাহাবীদের ছিল। সাহাবীদের জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে, যেমনটি আজকাল আমি খুতবায় তুলে ধরছি, তাদের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে, তিনি (আ.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সালমান ফার্সী-র কাঁধে হাত রেখে বলেন, **'লাও কানাল ঈমানু মুআল্লাকান বিস্‌সুরাইয়া লানালাহু রাজুলুম্ মিন ফারেস'**। অর্থাৎ ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে অর্থাৎ আকাশে উঠে গিয়ে থাকলেও পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবেন। এখানে তিনি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, শেষযুগে পারশ্য বংশীয় এক ব্যক্তির জন্ম হবে। সেই যুগে, যে যুগ সম্পর্কে লেখা আছে যে, কুরআনকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হবে, সে যুগই মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের যুগ। অর্থাৎ মানুষ ইসলামী শিক্ষা ও কুরআনী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে। আর এই পারস্য বংশীয় ব্যক্তি তিনিই, যার নাম (রাখা হয়েছে) মসীহ্ মওউদ। কেননা ক্রুশীয় আক্রমণ, যা প্রতিহত করার জন্য মসীহ্ মওউদ-এর আগমন হওয়ার কথা, সেই আক্রমণ মূলত ঈমানের ওপরই। আর এই সমস্ত লক্ষণাবলী ক্রুশীয় আক্রমণের যুগকে কেন্দ্র করেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং লেখা আছে যে, মানুষের ঈমানের ওপর উক্ত আক্রমণের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। আর সে যুগে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ ছিল, তাঁর জীবদ্দশায় এসব ভয়াবহ হামলা হচ্ছিল, বরং (তাঁর দাবির) দীর্ঘদিন পর পর্যন্ত এসব ভয়াবহ হামলা অব্যাহত থাকে আর ইতিহাস এ কথার

সাক্ষী। তিনি বলেন, এটি সেই হামলা যেটিকে অন্যভাবে দাজ্জালী হামলা বলা হয়। আসার বা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, সেই দাজ্জালী হামলার সময় অনেক নির্বোধ এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পরিত্যাগ করবে আর বহু লোকের ঈমানী অনুরাগ উবে যাবে। আর মসীহ্ মওউদ-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হবে ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করা, কেননা ঈমানের ওপরই হামলা করা হবে। আর পারস্য বংশীয় ব্যক্তি সম্পর্কে **'লাও কানাল ঈমানু'** হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই পারস্য বংশীয় ব্যক্তি ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই আসবেন। অতএব যেখানে মসীহ্ মওউদ এবং পারস্য বংশীয় ব্যক্তির যুগ এক ও অভিন্ন আর কাজও একই, অর্থাৎ ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, তাই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো যে, মসীহ্ মওউদ পারস্য বংশীয় হবেন। আর وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াত তাঁর জামা'ত সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াতের মর্মকথা হলো, চরম ভ্রষ্টতার পর হেদায়েত ও প্রজ্ঞা লাভকারী আর মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলী এবং কল্যাণরাজি প্রত্যক্ষকারী কেবল দু'টো জামা'ত বা দল রয়েছে। প্রথমটি হলো, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণের জামা'ত, যারা মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে চরম অমানিশায় নিমজ্জিত ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা মহানবী (সা.)-এর যুগ লাভ করেন এবং স্বচক্ষে অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেন আর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ (পূর্ণ হতে) দেখেন। একীন বা বিশ্বাস তাদের মাঝে এমন এক বিপ্লব সাধন করে যেন তাদের কেবল আত্মা-ই অবশিষ্ট রয়ে যায়। আর উপরোল্লিখিত আয়াত অনুসারে সাহাবীদের অনুরূপ দ্বিতীয় জামা'তটি হলো, মসীহ্ মওউদের জামা'ত। কেননা এই জামা'তটিও সাহাবীদের মতো মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষকারী এবং অমানিশা ও ভ্রষ্টতার পর হেদায়েত লাভকারী দল। আর آخَرِينَ مِنْهُمْ আয়াতে এই দলকে যে مِنْهُمْ-এর সম্পদে অর্থাৎ সাহাবীদের সদৃশ হওয়ার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে– তা এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করছে। তিনি বলেন, বস্তুত এ যুগে এরূপই হয়েছে অর্থাৎ তেরশ' বছর পর পুনরায় মহানবী (সা.)-এর মু'জেযা সমূহের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে যে, দারকুতনী ও 'ফাতাওয়া ইবনে হাজর'-এর হাদীস অনুসারে রমজান মাসে 'কুসূফ' ও 'খুসূফ'-এর নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে এবং হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই চন্দ্রগ্রহণের রাতগুলোর প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণের দিনগুলোর মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ এমন সময় সংঘটিত হয়েছে যখন ইমাম মাহদী হওয়ার দাবিকারকও বর্তমান ছিল। আর এমন ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি কখনো সংঘটিত হয় নি, কেননা আজ অবধি কোন ব্যক্তি এর উদাহরণ ইতিহাসের পাতা থেকে প্রমাণ করতে পারে নি। সুতরাং এটি মহানবী (সা.)-এর একটি নিদর্শন ছিল, যা মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। অতঃপর হাজার হাজার মানুষ **'যুস্ সিনীন'** তারকা-ও উদিত হতে অর্থাৎ উল্কাপাত দেখেছে- যার প্রকাশিত হওয়া ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে জাভার (আগ্নেয়গিরির) অগ্নিও লক্ষ-কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। তদ্রূপ প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং হজ্জব্রত পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন দেশে রেল চলাচল আরম্ভ হওয়া ও উট বেকার হওয়া– এ সবই মহানবী (সা.)–এর নিদর্শন ছিল, যা বর্তমান যুগে সেভাবেই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যেমনটি সাহাবীরা (রা.) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ কারণেই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ এই শেষ দলকে مِنْهُمْ শব্দে অভিহিত করেছেন, এদ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে তারাও সাহাবীসদৃশ। একটু ভেবে দেখ! বিগত তেরশ' বছরে **'মিনহাজুন নবুয়্যত'**-এর এমন যুগ আর কারা পেয়েছে? বর্তমান যুগ, যাতে আমাদের জামা'ত গঠন করা হয়েছে, অনেক আঙ্গিকেই এই জামা'ত সাহাবীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন- তারা অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) দেখেছেন। তারা খোদা

তা'লার নিদর্শন এবং নিত্যনতুন সাহায্য-সমর্থনে আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও বিশ্বাসে ধন্য হন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) হয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রুপ, ভর্ৎসনা ও নানাবিধ মর্মপীড়াদায়ক কটুক্তি, কটাক্ষ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার মতো কষ্ট সহ্য করছেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) সহ্য করেছেন। তারা খোদা তা'লার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী আর ঐশী সাহায্য এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষায় (পরিবর্তিত) পূত-পবিত্র জীবন লাভ করেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) লাভ করেছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত, অর্থাৎ প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে পবিত্র জীবন লাভ করতে হবে, পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীরভাবে অভিনিবেশ করতে হবে আর এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, তাদের মাঝে অনেকেই রয়েছেন যারা নামাযে ক্রন্দন করেন এবং সিজদাগাহ্‌কে অশ্রুসিক্ত করেন, যেভাবে সাহাবীরা ক্রন্দন করতেন। তাদের মাঝে অনেকে এমন আছেন যারা সত্যস্বপ্ন দেখেন এবং ঐশী ইলহামের মর্যাদায় ধন্য হন, যেমনটি সাহাবীরা (রা.) হতেন। তাদের মাঝে অনেকে এমন রয়েছেন যারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের জামা'তে ব্যয় করেন, যেভাবে সাহাবীরা (রা.) ব্যয় করতেন। তাদের মাঝে এমন বহু মানুষ পাবে যারা মৃত্যুকে স্মরণ করেন; এটিও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং প্রকৃত তাক্বওয়ার পথে পদচারণা করেন যেরূপ সাহাবীদের (রা.) জীবনচরিত ছিল। অতএব এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা তিনি (আ.) বর্ণনা করেছেন এবং যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তারা খোদা তা'লার দল যাদেরকে খোদা স্বয়ং তত্ত্বাবধান করছেন এবং প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত তাদের হৃদয় পবিত্র করছেন এবং তাদের হৃদয় ঈমানের প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন। (অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা উচিত যে, এ বিষয়গুলো আমাদের মাঝেও সৃষ্টি হচ্ছে কি?) আর ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছেন যেভাবে সাহাবীদেরকে আকর্ষণ করতেন। মোটকথা এই জামা'তে সে সকল লক্ষণাবলী বিদ্যমান যা وَآخَرِينَ مِنْهُمْ শব্দের মাঝে অন্তর্নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কথা এক দিন পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এরপর তিনি বলেন,

এই যুগ মূলত সেই (প্রতিশ্রুত) যুগ যে যুগে খোদা তা'লা বিভিন্ন জাতিকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করার আর সকল ধর্মীয় মতানৈক্য দূর করে অবশেষে এক ধর্মের মাঝে সবাইকে একত্রিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আর এ যুগ সম্পর্কে, যা এক তরঙ্গের অপর তরঙ্গের ওপর আছড়ে পড়ার যুগ, খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (সূরা কাহাফ: ১০০)। এই আয়াতকে পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথে মিলালে অর্থ দাঁড়ায়, যে যুগে ধর্মজগতে হৈচৈ দেখা দিবে আর এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর এমনভাবে আছড়ে পড়বে যেভাবে এক ঢেউ অপর ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ে এবং একে অপরকে ধ্বংস করতে চাইবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর খোদা এই বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্দ্বন্দ্বের যুগে নিজ হাতে, জাগতিক কোন প্রকার উপকরণ ছাড়াই এক নতুন সিলসিলা (জামা'ত) সৃষ্টি করবেন আর এর মাঝে এমন সবাইকে একত্রিত করবেন যারা সামর্থ্য ও সাদৃশ্য রাখে। তখন তারা বুঝবে যে, ধর্ম কী জিনিস আর তখন তাদের মাঝে জীবন এবং প্রকৃত পুণ্যের প্রেরণা ফুৎকার করা হবে আর ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের অমৃত সুধা তাদেরকে পান করানো হবে। পৃথিবীর অস্তিত্ব ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা অবশ্যম্ভাবী যতদিন পর্যন্ত সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়– যা আজ থেকে তেরশ' বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন পৃথিবীতে প্রকাশ করেছে। খোদা তা'লা এই শেষ যুগের বিষয়ে, যেখানে সকল জাতিকে একই ধর্মের মাঝে একত্রিত করা হবে, কেবল একটি নিদর্শনই বর্ণনা করেন নি, বরং পবিত্র কুরআনে আরো অনেক নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে। সেসব নিদর্শনের মাঝে একটি হলো, সে যুগে নদীসমূহ থেকে (খাল কেটে) অনেক জলধারা বের করা হবে। আরেকটি হলো, ভূমি

থেকে সুপ্ত খনিসমূহ উদঘাটন করা হবে, অর্থাৎ খণিজসম্পদের খনি বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং জাগতিক অনেক জ্ঞান উন্মোচিত হবে। আরেকটি হলো, এমন এমন উপকরণ সৃষ্টি হবে- যার মাধ্যমে ব্যাপকহারে বইপুস্তক প্রকাশিত হবে। আরেকটি হলো, সে দিনগুলোতে এমন এক বাহন আবিষ্কার হবে- যা উটকে বেকার করে দিবে আর এর মাধ্যমে পারস্পরিক সাক্ষাতের পথ সুগম হয়ে যাবে। আরেকটি হলো, পৃথিবীর মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ সহজসাধ্য হবে এবং একে অপরকে খুব সহজে খবরাখবর আদান-প্রদান করতে সক্ষম হবে। (আর বর্তমান যুগে আরো বেশি সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে) আরেকটি হলো, সে দিনগুলোতে আকাশে একই মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে। আরেকটি হলো, অনন্তর পৃথিবীতে ভয়াবহ প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি কোন শহর ও গ্রাম এর বাইরে থাকবে না যা মহামারি কবলিত হবে না। আর পৃথিবীতে মৃত্যুর মিছিল বের হবে এবং পৃথিবী জনমানবশূন্য হয়ে পড়বে। কতক জনপদ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের নাম-চিহ্নও থাকবে না আর অনেক জনপদ সাময়িক আযাব ভোগ করবে, এরপর অবশেষে তাদের রক্ষা করা হবে। সে সময়টি খোদা তা'লার কঠিন ক্রোধের সময় হবে। এর কারণ হলো, তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের জন্য এ যুগে প্রকাশিত নিদর্শনাবলী মানুষ গ্রহণ করে নি। আর মানবজাতির সংশোধনকল্পে আগমনকারী খোদার নবীকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। এসব নিদর্শন এ যুগে তথা যে যুগে আমরা বসবাস করছি- পূর্ণ হয়েছে। বুদ্ধিমানদের জন্য এটি স্পষ্ট ও আলোকিত পথ যে, এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যখন কিনা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ সকল লক্ষণাবলী আমার আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়ে গেছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, এ সকল নিদর্শন তাঁর (আ.) যুগে পূর্ণ হয়েছে আর এগুলোর কতক আজও পূর্ণ হচ্ছে। এরপর তিনি (আ.) বলেন,

খোদা তা'লা যুগের বর্তমান অবস্থা অবলোকন করে এবং পৃথিবীকে সর্ব প্রকারের দুষ্কর্ম, পাপাচার ও বিপথগামিতায় পরিপূর্ণ দেখে আমাকে সত্য প্রচারার্থে ও ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। যুগও এরূপ ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আমি ঐশী আদেশের অনুবর্তিতায় সাধারণ্যে লিখিত, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই আহ্বান জানাতে থাকলাম যে, এই শতাব্দীর শিরোভাগে খোদার পক্ষ হতে ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে যার আগমন করার কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি, যাতে আমি সেই ঈমান- যা পৃথিবী হতে উঠে গেছে, পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং খোদার পক্ষ থেকে শক্তি লাভ করে তারই কৃপার আকর্ষণে জগদ্বাসীকে পুণ্যকর্ম, খোদাভীতি ও ন্যায়-পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট করতে পারি এবং তাদের বিশ্বাস ও কর্মের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ দূরীভূত করতে পারি। এরপর যখন কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হলো তখন খোদার ওহীর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে আমার কাছে প্রকাশ করা হলো যে, ঐ মসীহ্, যিনি আদি হতে এই উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং সেই শেষ মাহদী যিনি ইসলামের পতনের যুগে এবং ভ্রষ্টতার বিস্তারের যুগে সরাসরি খোদার কাছ থেকে হেদায়েত লাভকারী এবং সেই ঐশী খাবারে পূর্ণ খাঞ্চা নবরূপে মানবজাতির কাছে পরিবেশনকারী হিসাবে ঐশী নিয়তিতে নির্ধারিত যার শুভ সংবাদ আজ হতে তেরশত বৎসর পূর্বে রসূল করীম (সা.) দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি আমিই। এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ ও রহমান খোদার সাথে কথপকোথন এত সুস্পষ্টরূপে ও অজস্র ধারায় অবতীর্ণ হয়েছে যে, এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেকটি ঐশী বাণী লৌহ কিলকের ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছিল এবং এ সকল ঐশী বাক্যালাপ এরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ ছিল যে, এগুলো দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হচ্ছিল। এর নিরবচ্ছিন্নতা, আধিক্য ও অলৌকিক শক্তির নিদর্শন আমাকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, এইগুলি সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার বাণী,

যাঁর কালাম কুরআন শরীফ। এখানে আমি তওরাত ও ইঞ্জিলের নাম নিচ্ছি না, কেননা তওরাত ও ইঞ্জিল প্রক্ষেপনকারীদের হাতে এতখানি বিকৃতির শিকার যে, এখন এগুলিকে খোদার বাণী বলা যায় না। মোটকথা, খোদার ঐ ওহী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা এরূপ অকাট্য ও সুনিশ্চিত যে, এর মাধ্যমে আমি আমার খোদাকে লাভ করেছি। আর সেই ওহী কেবলমাত্র ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে 'হাক্কুল ইয়াকিন' (তথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাসের) পর্যায়ে পৌঁছে নি, বরং এর প্রতিটি অংশ যখন খোদা তা'লার বাণী কুরআন শরীফের সাথে যাচাই করে দেখা হলো, তখন তা কুরআন শরীফ অনুযায়ী সত্য প্রমাণিত হলো। আর এর সত্যায়নের জন্য স্বর্গীয় নিদর্শন বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়েছে। সে দিনগুলোতেই রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত ছিল যে, এই মাহ্দীর যুগে রমজান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে। এ দিনগুলোতেই প্লেগ মহামারি পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে এবং পূর্বের নবীগণও এই সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দিনগুলিতে মহামারি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং এমন হবে যে, কোন গ্রাম ও শহর এই মহামারি থেকে মুক্ত থাকবে না। বস্তুত এরূপই হয়েছে এবং হচ্ছে। যখন এই দেশে প্লেগের নাম-চিহ্নও ছিল না, খোদা আমাকে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের ২২ বৎসর পূর্বে এর প্রাদুর্ভাবের সংবাদ দিয়েছেন। এরপর নিজ দাবি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন,

আমিই সেই ব্যক্তি, যে নির্ধারিত সময়ে আবির্ভূত হয়েছে। কুরআন, হাদীস, ইঞ্জিল ও অন্যান্য নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যার জন্য আকাশে রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে সকল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী এবং কুরআন শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ দেশে অস্বাভাবিকভাবে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে সহীহ হাদীস অনুযায়ী হজ্জ পালনে নিষেদ্ধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে সেই নক্ষত্রটি উদিত হয়েছে- যা মসীহ্ ইবনে মরিয়মের যুগে উদিত হয়েছিল। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে এ দেশে রেলচলাচল আরম্ভ হয়ে উটকে অকেজো করে দেয়া হয়েছে আর সে সময় অচিরেই আসছে, বরং তা সন্নিকটে, যখন মক্কা ও মদিনার মাঝেও রেলচলাচল আরম্ভ হয়ে সেসমস্ত উট বেকার হয়ে যাবে। প্রথমে যেখানে সড়কযোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সেখানেও এখন রেলগাড়ির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। তেরোশ' বছর ধরে যে উট এই কল্যাণমণ্ডিত সফর করত সেসকল উট বেকার হয়ে যাবে। তখন সহীহ্ মুসলিমে বিদ্যমান সেসব উট সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সত্য প্রমাণিত হবে অর্থাৎ **'লা-ইউতরাকান্নাল কিলাসু ফালা ইউসআ আলাইহা'** অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্র যুগে উট বেকার হয়ে যাবে এবং উটে চড়ে কেউ সফর করবে না। তেমনিভাবে আমিই সেই ব্যক্তি যার হাতে শত-সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীতে কি এমন কোন মানুষ জীবিত আছে যে নিদর্শন প্রদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার বিপরীতে জয়যুক্ত হতে পারে? আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! এখন পর্যন্ত দু'লক্ষাধিক নিদর্শন আমার হাতে প্রকাশিত হয়েছে আর সম্ভবত প্রায় দশ হাজার বা ততোধিক মানুষ মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছেন যাতে তিনি আমার সত্যায়ন করেছেন। আর এদেশে প্রখ্যাত যেসব 'আহলে কাশফ' তথা দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞরা ছিলেন, যাদের একেকজনের তিন থেকে চার লক্ষ করে মুরিদ ছিল, এসব প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, এই ব্যক্তি (তথা হযরত মসীহ্ মওউদ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত। তাদের মধ্যে কতক এমনও ছিলেন যারা আমার আগমনেরও ত্রিশ বছর পূর্বে গত হয়ে গিয়েছেন। তাদের একজন হলেন লুধিয়ানা নিবাসী পুণ্যাত্মা গোলাব শাহ। তিনি জামালপুর নিবাসী মরহুম করীম বখশ সাহেবকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, কাদিয়ানে ঈসা জন্মগ্রহণ করেছেন আর তিনি লুধিয়ানাতে আসবেন। মিয়া করিম বখশ একজন সৎকর্মশীল বয়োবৃদ্ধ একত্ববাদী মানুষ ছিলেন। তিনি লুধিয়ানায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে এই পুরো ভবিষ্যদ্বাণী

আমাকে শুনান। এ কারণে মৌলভীরা তাকে অনেক কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি সেসব নির্যাতনের পরোয়া করেন নি। তিনি আমাকে বলেন, গোলাব শাহ আমাকে বলতেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম জীবিত নেই, তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তাই তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। এই উম্মতের জন্য মির্যা গোলাম আহমদ হলেন ঈসা, যাকে খোদা তা'লা স্বীয় কুদরতে ও প্রজ্ঞায় পূর্ববর্তী ঈসার সদৃশ বানিয়েছেন এবং ঊর্দ্ধলোকে তার নাম ঈসা রেখেছেন। একথা বলে তিনি তার মুরিদ করীম বখশকে বলেন, হে করিম বখশ! সেই ঈসা যখন আবির্ভূত হবেন তখন তুমি মৌলভীদেরকে তার ভয়াবহ বিরোধিতা করতে দেখেবে। মৌলভীরা চরম বিরোধিতা করবে কিন্তু তারা ব্যার্থ ও অকৃতকার্য হবে। আজও মৌলভীরা ব্যর্থ হয়ে চলেছে। তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো, সেসব মিথ্যা ব্যাখ্যা (টীকা, পাদটীকা) যা পবিত্র কুরআনে সংযোজন করা হয়েছে তা অপসারণ করে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত রূপ বা চেহারা জগদ্বাসীকে দেখানো। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এই পুণ্যবান স্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, তুমি নিশ্চয় এই ঈসাকে দেখার মতো বয়সও প্রাপ্ত হবে, অর্থাৎ তাঁর শিষ্যের আয়ুষ্কাল সম্পর্কেও এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

স্মরণ রেখো, খোদার এক নাম গফুর। সুতরাং কেন তিনি (তাঁর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারীদের ক্ষমা করবেন না? যেসব ভুল-ভ্রান্তি জাতিতে সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেসব ভুল-ভান্তির মাঝে একটি হলো জিহাদ সংক্রান্ত ভ্রান্তি। আমি আশ্চর্য হই, আমি যখন বলি (প্রচলিত তরবারির) জিহাদ হারাম, তখন এরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে, অথচ এরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, খুনি মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলো সংশয়যুক্ত। মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন বাটালভী এ বিষয়ে পুস্তিকা লিখেছেন। এসব হাদীস যে সংশয়যুক্ত, তা তিনি স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে মিয়া নযীর হোসাইন দেহলভীরও একই মত ছিল। বর্তমানেও কতিপয় আলেম একই কথা বলছে। তারা এগুলোকে শতভাগ সঠিক মনে করত না। তাহলে আমাকে কেন মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া হয়? সত্য কথা হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর আসল কাজই হলো, যুদ্ধ-বিগ্রহের ধারা বন্ধ করে কলম, দোয়া ও খোদানুরাগের মাধ্যমে ইসলামের নাম সমুন্নত করা। অতএব, আজও তার মান্যকারীদের কলম, দোয়া ও খোদানুরাগের ভিত্তিতে কাজ করা হলো দায়িত্ব।

তিনি বলেন, আক্ষেপের বিষয় হলো, মানুষ এ বিষয়টি বুঝতে পারে না, কেননা জাগতিকতার প্রতি এদের যতটা মনোযোগ রয়েছে ধর্মের প্রতি ততটা মনোযোগ নেই। আমাদেরও নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে মানার পর কোথাও আমরা আবার জাগতিকতায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে সীমাতিক্রম করিনি তো? তিনি বলেন, জাগতিক কলুষ ও নোংরামিতে লিপ্ত থেকে এটি কীভাবে আশা করা যেতে পারে যে, তাদের প্রতি পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচিত হবে? পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে, لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (সূরা ওয়াকেআ: ৮০)। এ কথাও মন দিয়ে শুন, আমার প্রেরিত হবার চূড়ান্ত লক্ষ্য কী? আমার প্রেরিত হবার মৌলিক উদ্দেশ্য কী? আমার আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের সংস্কার ও সমর্থন করা। এ থেকে এটি মনে করা উচিত নয় যে, আমি নতুন কোন শরীয়ত শিখানোর জন্য অথবা নতুন বিধি-নিষেধ প্রদানের জন্য এসেছি অথবা নতুন কোন পুস্তক অবতীর্ণ হবে। কখনো না। যদি কোন ব্যক্তি এমন মনে করে তাহলে আমার দৃষ্টিতে সে চরম পথভ্রষ্ট এবং ধর্মহীন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় শরীয়ত এবং নবুওয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারবে না। কুরআন মজীদ 'খাতামুল কুতুব'। এখন এতে এক বিন্দু বা বিসর্গও সংযোজন বা বিয়োজনের সুযোগ নেই। হ্যাঁ এটি সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর বরকত ও কল্যাণধারা এবং কুরআন শরীফের শিক্ষা ও

হেদায়েতের ফলবহন করা বন্ধ হয়ে যায় নি। এগুলো প্রত্যেক যুগে নিত্যনতুনরূপে বিদ্যমান রয়েছে। আর সেই বরকত ও কল্যাণরাজির প্রমাণ দেয়ার জন্য খোদা তা'লা আমাকে দাঁড় করিয়েছেন। ইসলামের বর্তমান অবস্থা কারো অজানা নয়। সর্বসম্মতভাবে এটি স্বীকৃত যে, মুসলমানরা সকল প্রকারের দুর্বলতা ও অবনতির লক্ষ্যস্থলে পরিণত হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অধঃপতিত হচ্ছে। (আর বর্তমানে অবস্থা আরো শোচনীয় দেখছি।) তাদের মৌখিক দাবি থাকলেও হৃদয় তা থেকে শূন্য। ইসলাম এতিম হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে খোদাতা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন ইসলামের সমর্থন ও তত্ত্বাবধান করার জন্য। আর তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাকে প্রেরণ করেছেন। কেননা তিনি বলেছিলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা হিজর: ১০)। যদি এখন ইসলামের সাহায্য ও সুরক্ষা করা না হয় তাহলে সাহায্যের সে সময় আর কখন আসবে? এখন এ চতুর্দশ শতাব্দীতে সেই অবস্থাই বিরাজমান যা বদরের সময় হয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ (সূরা আলে ইমরান: ১২৪)। এ আয়াতেও প্রকৃতপক্ষে একটি ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত ছিল। অর্থাৎ যখন চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলাম দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়বে তখন আল্লাহ্ তা'লা উক্ত সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এর সাহায্য করবেন। সুতরাং তিনি ইসলামের সাহায্য করছেন দেখে তোমরা কেন বিস্মিত হচ্ছ?

এরপর তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীদের নোংরা কর্থাবার্তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমার এ বিষয়ে কোন আক্ষেপ নেই যে, আমার নাম দাজ্জাল ও কাযযাব (মিথ্যাবাদী) রাখা হয় এবং আমার ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা হয়। কেননা, আমার সাথে সেই ব্যবহার হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যা আমার পূর্ববর্তী প্রত্যাদিষ্টদের সাথে হয়েছে; যেন আমিও এ চিরন্তন রীতির অংশীদার হই। আমি সেসব সমস্যা ও বিপদাপদের একাংশও দেখিনি। কিন্তু আমাদের নেতা ও মনিব মহানবী (সা.) যেসব কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন তার দৃষ্টান্ত নবীকুল আলাইহিমুস্ সালামের কারো মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি (সা.) ইসলামের জন্য সেসব দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন কলম যা লিখতে এবং মুখ তা বর্ণনা করতে অপারগ। আর এ থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি কত অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী নবী ছিলেন। যদি খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন তাঁর (সা.) সাথে না থাকত, তাহলে এ বিপদাবলীর পাহাড় বহন করা তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে যেত। আর যদি অন্য কোন নবী হতো, তাহলে সে-ও ব্যর্থ হতো। কিন্তু যেই ইসলামকে এমন সব সমস্যা ও দুঃখকষ্ট সহ্য করে তিনি পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন; আজ সেটির যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা বলার ভাষা আমার নেই। মুসলমানরা ইসলামকে কতই না শোচনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দিয়েছে। অথচ প্রতিশ্রুতি অনুসারে ধর্মের সংস্কারের জন্য আগমনকারীকে তারা মানতে প্রস্তুত নয়।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

আমি আমার রচনাবলীর মাধ্যমে এমন নিখুঁত পন্থা উপস্থাপন করেছি যা ইসলামকে সফল এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করবে। আমার পত্র-পত্রিকা ইউরোপ এবং আমেরিকায় যায়। খোদা তা'লা এসব জাতিকে যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন তারা খোদা প্রদত্ত সেই জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিষয়কে বুঝে নিয়েছে। অথচ আমি যখন একজন মুসলমানের সামনে এগুলো উপস্থাপন করি তখন তার মুখে ফেনা উঠে যায়। যেন সে উন্মাদ বা সে হত্যা করতে চায়। বর্তমানে আহমদীদের সাথে বাস্তবে তারা তা-ই করছে। অথচ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (সূরা হা-মীম আস সাজদা: ৩৫)। [অর্থ: তুমি সেটি দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত করো যা সর্বোত্তম।] এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, প্রতিপক্ষ যদি শত্রুও হয় তাহলে নম্রতা এবং উত্তম ব্যবহারের ফলে সে যেন বন্ধু হয়ে যায় এবং কথাগুলো শান্তশিষ্টভাবে শুনে। আমি মহাপরাক্রমশালী খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। তিনি ভালো করে জানেন, আমি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক নই। খোদা তা'লার নামে আমার কসম

খাওয়া এবং সেসব নিদর্শন, যা তিনি আমার সমর্থনে প্রকাশ করেছেন, তা দেখার পরও যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বল, তবে আমি খোদা তা'লার কসম দিয়ে বলছি, এমন কোন প্রতারকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যে-কিনা প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মিথ্যারোপ ও প্রতারণা করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তার সাহায্য-সহযোগিতা করা অব্যাহত রাখবেন। এমন মিথ্যাবাদী কাউকে দেখাও, যে-কিনা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে আর এরপরও আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। বর্তমানে বিশ্ববিস্তৃত আহমদীয়া জামা'তের বিস্তার এর স্পষ্ট প্রমাণ নয় কি যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সমর্থন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে রয়েছে? তিনি (আ.) আরো বলেন, খোদা তা'লার উচিত ছিল তাকে ধ্বংস করে দেয়া। এমন মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করে দেয়াই আল্লাহ্ তা'লার উচিত ছিল। কিন্তু এখানে বিষয়টি এর বিপরীত। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি সত্যবাদী এবং তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি, তবুও আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বলা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আমার বিরুদ্ধে জাতির সৃষ্ট প্রতিটি মিথ্যা মোকদ্দমা ও বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন। আর তিনি এমনভাবে আমায় সাহায্য-সমর্থন করেছেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে আমার ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। কাছে ও দূরে সর্বত্র এই ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। তখন এটি কেবল ভারতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল, (আর তিনি) ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, দ্বীপপুঞ্জে, অস্ট্রেলিয়ায় এবং আরব দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে তিনি আমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, একজন মিথ্যাবাদীর সাথে এমন আচরণ হচ্ছে! তিনি বলেন, আমি এটিকে আমার সত্যতার প্রমাণ মনে করি। এটিই হলো আমার সত্যতার প্রমাণ। এমন কোন প্রতারকের দৃষ্টান্ত যদি তোমরা উপস্থাপন করতে পার, যে মিথ্যাবাদী এবং সে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করেছে আর তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য-সমর্থন করেছেন আর এভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাকে জীবিত রেখেছেন এবং তার আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করেছেন– তাহলে তাকে দেখাও! তিনি (আ.) আরো বলেন,

এখন ঊর্দ্ধলোক থেকে যে জ্যোতি এবং কল্যাণরাজি অবতীর্ণ হচ্ছে সেগুলোকে মুসলমানদের মূল্যায়ন করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, কেননা তিনি যথাসময়ে তাদের হাত ধরেছেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই বিপদের সময় তাদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু তারা যদি খোদা তা'লার এই নিয়ামতের মূল্যায়ন না করে তবে তিনি তাদের কোন পরোয়া করবেন না। তিনি নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেন, কিন্তু তাদের জন্য শুধু আক্ষেপই রয়ে যাবে। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে পূর্ণ বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টির সাথে বলছি, আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য ধর্মকে মিটিয়ে ইসলামকে জয়যুক্ত ও শক্তিশালী করার সংকল্প করেছেন। এখন এমন কোন হাত ও শক্তি নেই যা আল্লাহ্‌র এই অভিপ্রায়ের মোকাবিলা করতে পারে। কেননা তিনি فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (সূরা বুরূজ: ১৭)। [অর্থ: আল্লাহ্ যা চান তা-ই করেন।]

হে মুসলমানেরা! স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন এবং আমি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। এখন এটিকে শ্রবণ করা বা না করা তোমাদের হাতে। হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন– এটি সত্য কথা। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, প্রতিশ্রুত যে ব্যক্তির আসার কথা ছিল সে ব্যক্তি আমিই। এটিও সুনিশ্চিত বিষয় যে, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন নিহিত।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, খোদা আমার অজ্ঞ বিরোধীদেরকে প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে লাঞ্ছিত করছেন। আমি তাঁরই কসম খেয়ে বলছি, তিনি যেভাবে হযরত ইব্রাহীমের সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপ করেছেন এবং এরপর ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম এবং সবার শেষে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সাথে এমন বাক্যালাপ করেছেন যে, তাঁর প্রতি সবচেয়ে উজ্জ্বল ও পবিত্র

ওহী অবতীর্ণ করেছেন আর অনুরূপভাবে তিনি আমাকে তাঁর সাথে কথোপকথন ও বাক্যলাপের সম্মান দান করেছেন। কিন্তু আমার এই মর্যাদা কেবল মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের ফলেই লাভ হয়েছে। আমি যদি মহানবী (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর আনুগত্য না করতাম তাহলে আমার কর্ম পৃথিবীর তাবৎ পাহাড়সম হলেও কখনোই আমি এই কথোপকথন ও বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করতে পারতাম না। কেননা মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতীত অন্য সকল নবুয়্যতের পথ এখন রুদ্ধ। শরীয়তবাহী কোন নবী এখন আর আসতে পারে না তবে শরীয়তবিহীন নবী হতে পারে, কিন্তু শর্ত হলো প্রথমে তাকে উম্মতী হতে হবে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি উম্মতীও আর নবীও। এছাড়া আমার নবুয়্যত, অর্থাৎ খোদার সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপ মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতেরই একটি ছায়া মাত্র এবং আমার নবুয়্যত এটি ব্যতীত আর কিছুই নয়। বরং নবুয়্যতে মুহাম্মদীয়াই আমার মাঝে প্রকাশিত হয়েছে। আমি যেহেতু কেবল ছায়া মাত্র এবং উম্মতী, তাই এর মাধ্যমে তাঁর মর্যাদার কোন হানি ঘটে নি। [অর্থাৎ এতে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার কোন হানি ঘটে নি।] আর খোদার সাথে এই কথোপকথন যা আমার সাথে হয়ে থাকে তা সুনিশ্চিৎ ও সন্দেহমুক্ত। আমি যদি এতে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ পোষণ করি তাহলে কাফের হয়ে যাব এবং আমার আখেরাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমার প্রতি যেসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তা নিশ্চিৎ এবং সন্দেহাতীত। সূর্য এবং এর আলো দেখে কেউ যেভাবে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এটি সূর্য আর এটি এর আলো, ঠিক একইভাবে সেই বাণী সম্পর্কেও আমি সন্দেহ পোষণ করতে পারি না যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমার প্রতি অবতীর্ণ হয় আর এর প্রতি ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখি যেভাবে আমি খোদার কিতাবের প্রতি ঈমান রাখি। তিনি (আ.) আরো বলেন,

খোদা আমাকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন তা হলো- খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছে আমি যেন তা দূর করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি এবং সত্যের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি ও মিমাংসার ভিত্তি রচনা করি, আর সেই সব ধর্মীয় সত্য যা বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, সেগুলোকে প্রকাশ করি এবং সেই আধ্যাত্মিকতা, যা প্রবৃত্তির অমানিশায় চাপা পড়ে গেছে, সেটির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি, আর খোদার শক্তিসমূহ, যা মানুষের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে খোদানুরাগ বা দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সেটির অবস্থা কেবল কথায় নয়, বরং কাজের মাধ্যমেও তুলে ধরি। এছাড়া সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সেই বিশুদ্ধ ও দ্যুতিময় তৌহীদ, যা সকল প্রকার শিরকের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত আর যা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেটির চারা যেন জাতির মাঝে পুনরায় স্থায়ীভাবে রোপন করি। এই সবকিছু আমার শক্তিতে হবে না, বরং সেই খোদার শক্তিবলে হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা। আমি দেখছি, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ হস্তে আমার তরবিয়ত করে এবং নিজ ওহীর মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করে আমার হৃদয়ে সেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন যেন আমি এ ধরনের সংশোধনের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে যাই। অপরদিকে তিনি এমন হৃদয়ও সৃষ্টি করেছেন যারা আমার কথা মানার জন্য সদাপ্রস্তুত। আমি দেখছি যে, যখন থেকে খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন তখন থেকেই পৃথিবীতে এক মহাবিপ্লব সাধিত হচ্ছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় যেসব লোক হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্বে আসক্ত ছিল তাদের পণ্ডিতরাই আজ নিজে থেকে এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করছে। এখন তো অসংখ্য লোক এমন রয়েছে যারা এসব বিশ্বাস অস্বীকার করে। এছাড়া যে জাতি পিতাপিতামহের যুগ থেকে বিভিন্ন প্রতিমা এবং দেবদেবীর অন্ধভক্ত ছিল, তাদের অনেকেই (এখন) একথা বুঝতে পেরেছে যে, প্রতিমা অন্তঃসারশূণ্য। যদিও এখনও তারা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কেবল গুটিকতক শব্দকে প্রথাগতভাবে পুঁজি করে বসে আছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শতসহস্র অর্থহীন কুপ্রথা, বিদাত ও শিরকের রশি

তাদের গলা থেকে খুলে ফেলে একত্ববাদের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আশা করি, কয়েক বছর পরই ঐশী অনুগ্রহ তাদের অনেককেই নিজের এক বিশেষ হস্ত দ্বারা ধাক্কা দিয়ে সত্য ও পরিপূর্ণ একত্ববাদের এই নিরাপদ আবাসে প্রবেশ করিয়ে দিবে, যার মাধ্যমে পরিপূর্ণ প্রেম, (খোদা)ভীতি ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা হয়। আমার এই আশাবাদ কেবল ধারণাপ্রসূত নয়, বরং খোদার পবিত্র ওহীর মাধ্যমে আমি এই সুসংবাদ পেয়েছি। আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা এ দেশে উক্ত কাজ সম্পাদন করেছে, যেন অচিরেই বিভিন্ন জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করে শান্তি ও সম্প্রীতির যুগ নিয়ে আসেন। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা কোন একদিন এক জাতিতে পরিণত হবে– এই বাতাসের সুবাস প্রত্যেকেই পাচ্ছে।

পৃথিবীতে বসবাসরত সকল মানুষ, বিশেষ করে মুসলমানরা যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করে, তাঁর দাবিসমূহ বুঝতে পারে এবং শিঘ্রই যেন তারা সেই মসীহ্ ও মাহ্‌দীর বয়আত করে যাকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা বয়আতের দাবি পূরণের তৌফিক দিন - আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে।

পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য আমি পুনরায় দোয়ার আহ্বান করছি। সেখানে পরিস্থিতি আবার অধঃপতিত হচ্ছে, কিংবা অস্থিরতা চলতেই থাকে। আমরা এটি বলতে পারি না যে, সেখানে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। পাকিস্তানেও নিত্যদিনই কোন না কোন ঘটনা ঘটে যায়। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার সরকারী কর্মকর্তাদের চিন্তাধারা ভালো মনে হচ্ছে না। পুনরায় তারা মামলা চালু করতে চায়। পাকিস্তান, আলজেরিয়া এবং সর্বোপরি পৃথিবীর সকল দেশে, যেখানেই কোন আহমদী কষ্টে আছে, এমন প্রত্যেক আহমদীকেই আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে রাখুন। কিন্তু একই সাথে আহমদীদেরকেও এদিকে মনোনিবেশ করতে হবে যে, তারা যেন পূর্বের তুলনায় আরো বেশি খোদা তা'লার প্রতি বিনত হয়, নিজেদের ইবাদতসমূহ সঠিকভাবে পালন করে এবং বান্দার অধিকারও প্রদান করে আর তারা যেন নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)